সংবাদ

তারিখ ... 05 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ২ ...

নওগাঁয় মুখ থুবড়ে পড়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

সংবাদদাতা, নওগাঁ

নওগাঁয় শিশুদের স্কুলমুখী করে গড়ে তোলা, কোরআন শিক্ষা প্রদান, শিক্ষার মান উন্নয়ন, সর্বোপরি শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার হার বৃদ্ধি লক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। মাঠপর্যায়ে ফিল্ড সুপারভাইজার, কেয়ারটেকাররা সঠিক ভাবে কেন্দ্র পরিদর্শন না করা, উপজেলায় থাকার নিয়ম থাকলেও ফিল্ড সুপারভাইজাররা স্ব স্ব উপজেলায় অবস্থান না করার সুযোগে কেন্দ্র গুলোতে দিন দিন শিক্ষার্থী হ্রাস পাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে তেমন কোন কার্যক্রম পরিচালিত না হলেও ফিল্ড সুপারভাইজার, কেয়ারটেকার, মডেল কেয়ারটেকার ও কেন্দ্র শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন-ভাতা, যাতায়াত টিএ-ডিএ ও জ্বালানী খরচ প্রদান করা হচ্ছে। এতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকল্পের টাকা হরিলুট হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, নওগাঁ জেলার ১১ উপজেলায় প্রায় ৮শ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে। এখন চলছে ওই প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায়ের কাজ। মাঠ পর্যায়ে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সঠিক ভাবে হচ্ছে কি না সে বিষয় মনিটরিং করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় রয়েছে একাধিক কেয়ারটেকার, একজন মডেল কেয়ারটেকার এবং একজন ফিল্ড সুপারভাইজার। নিয়মানুযায়ী প্রতিদিন একজন কেয়ারটেকার, মডেল কেয়ারটেকার এবং ফিল্ড সুপারভাইজাররা কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫টি করে কেন্দ্র পরিদর্শন করার কথা এবং এদের প্রত্যেককে স্ব স্ব উপজেলায় অবস্থান করেই কার্যক্রম পালনের কথা। এ জন্য প্রতিজন ফিল্ড সুপারভাইজারদের প্রতিমাসে ২০ থেকে ৩০ লিটার পেট্রল দেয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়ম আছে, নিয়মের পালন নেই। নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজাররা অফিসিয়াল মোটরসাইকেলের জ্বালানি অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং যে উপজেলায় কর্মস্থল সেখানে অবস্থান না করে অফিসের মোটরসাইকেলের তেল পুড়িয়ে নিজ বাড়ীতে গিয়ে রাত্রীযাপন করছেন। এছাড়া, প্রকল্পের মোটরসাইকেলের সবচেয়ে বেশি তেল অপচয় করছে ফিল্ড অফিসার মুত্তাকিনুল ইসলাম। তিনি নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রতিদিন অফিস শেষে প্রকল্পের মোটরসাইকেল নিয়ে প্রকল্পের টাকার তেল পুড়িয়ে নওগাঁ জেলা সদর থেকে প্রায় ৬০/৭০ কিলোমিটার দূরে তার নিজ গ্রামের বাড়ি জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবিতে যাতায়াত করছেন। ফিল্ড অফিসারের মুত্তাকিনুল ইসলামের প্রতিদিন জেলার বাইরে যাওয়ায় এবং সময় মত অফিস ও ফিল্ড সুপারভাইজরদের মনিটরিং না করায় পুরো প্রকল্পের কার্যক্রমকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

ফিল্ড সুপারভাইজাররা কেন্দ্র পরিদর্শন না করলেও নিয়মিত বিল উত্তোলন করছেন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নওগাঁ অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার ১১ উপজেলার ৮শটি কেন্দ্রের বিপরীতে জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য অর্থ বরাদ্দ এসেছে ১ কোটি ২৪ লাখ ২ হাজার ২১৩ টাকা। জুন মাসের মধ্যে ওই প্রকল্পের খরচের হিসাব সম্পূর্ণ করার নিয়ম থাকলেও এখনও খরচের হিসাব দাঁড় করাতে পারেননি অফিসের ফিল্ড অফিসার। ওই সময়ে কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তাও তিনি দিতে পারেননি। ওই অফিসের এক ফিল্ড সুপার ভাইজার জানান, ৫ম পর্যায়ের প্রকল্পের কার্যক্রম ২০১৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। ওই সময়ের হিসাবও এখন পর্যন্ত ক্লোজ করা হয়নি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই অফিসের একজন মাঠকর্মী বলেন, ২০১৫ সালের জানুয়ারি হতে ৬ষ্ঠ পর্যায়ের প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কেন্দ্র ও শিক্ষক বাছাই করতে সময় চলে যায়। কিন্তু এসময়ে সকল ফিল্ড সুপারভাইজার, ফিল্ড অফিসার ও কর্মকর্তাদের টিএ-ডিএ প্রদান করা হলেও আবার দুই একজনের টিএ-ডিএ স্থগিত করে রাখা হয়েছে। এছাড়া, গত অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অফিসের হিসাব রক্ষকের সাথে যোগ সাজস করে ফটোকপি মেশিন মেরামত, মোটর সাইকেলের তালা ক্রয়, স্টেশনারি মালামাল ক্রয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিবহনের নামে ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে প্রায় লক্ষাধিক টাকা আত্মসাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এভাবেই অনিয়মতান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে নওগাঁয় চলছে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম। ফিল্ড সুপারভাইজার ও কেয়াটেকারদের ব্যাপক অনিয়মের বিষয়ে ইসলামিক ফাউনডেশন নওগাঁর ফিল্ড অফিসার মুত্তাকিনুল ইসলামের সাথে কথা বলা হলে তিনি উগ্র আচরন করে তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং তিনি দম্ভের সাথে বলেন যে, নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রতিদিনই তিনি অফিসের মোটরসাইকেল জয়পুরহাট জেলার পাচবিবি উপজেলায় নিয়ে যান। এটা কোন প্রকার অন্যান হলে তিনি আল্লাহর কাছে জবাব দিবেন। এ কথা বলেই তিনি তার কক্ষ থেকে বের হয়ে যান। এ ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নওগাঁর উপ-পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলামের সাথে কথা বলা হলে তিনি জানান, ফিল্ড অফিসার মুত্তাকিনুল ইসলাম একজন মানষিক রোগী। অফিসের সবার সাথে তিনি উগ্র আচরণ করেন। কোন বিষয় নিয়ে তার সাথে আলোচনা করা যায় না।